সামান্য ধারণা

সামান্য ধারণা

সামান্য ধারণা ছাড়া বাস্তবিক জ্ঞান অসম্ভব। কারণ সামান্য ধারণা ছাড়া বস্তুকে বস্তু বলে চেনা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে সামান্য ধারণা আমাদের আছে।

সংজ্ঞা: যে ধারণা এক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত সকল সদস্যের প্রতিনিধিত্ব করে এবং যা ওই শ্রেণিভুক্ত সকল সদস্যের সাধারণ ধর্ম সেই ধারণাকে বলা হয় সামান্য ধারণা। যেমন—মানুষ, গোরু, বাঘ প্রভৃতির ধারণা সামান্য ধারণা।

সামান্য ধারণা সম্বন্ধে বার্কলের বক্তব্য

সামান্য ধারণা সম্বন্ধে বার্কলের বক্তব্য হল—[1] মন নিরপেক্ষ বিমূর্ত সামান্য ধারণার কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। [2] মন কোনো বিমূর্ত সামান্য ধারণা গঠন করতে পারে না। [3] সামান্য ধারণার ব্যাবহারিক মূল্য আছে। [4] সামান্য ধারণা নিছক নাম ছাড়া আর কিছু নয়।

[1] **মন নিরপেক্ষ বিমূর্ত সামান্য ধারণার কোনো অস্তিত্ব নেই:** প্লেটোর মতে সামান্য ধারণা মন নিরপেক্ষ, বিশেষ নিরপেক্ষ এক অতীন্দ্রিয় দ্রব্যরূপে অতীন্দ্রিয় জগতে অবস্থান করে। কিন্তু বার্কলে বলেন, এইরূপ সামান্য ধারণা সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক ও অবাস্তব। এই মতের সপক্ষে বার্কলের যুক্তিগুলি এইরূপ—

[a] **সামান্য সত্তাহীন:** বার্কলের মতে কেবল মন, মনের ধারণা ও ঈশ্বর—এই তিনটি সত্তা স্বীকার্য। সামান্য এই তিনটির মধ্যে একটিও নয়। সুতরাং সামান্যের কোনো অস্তিত্ব নেই।

(b) প্রত্যক্ষহীন সামান্য অস্তিত্বহীন: বার্কলের মতে অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর। তাই যা প্রত্যক্ষ করা যায় না তার অস্তিত্ব নেই। এই অর্থে সামান্যকে যেহেতু প্রত্যক্ষ করা যায় না, তাই সামান্যের অস্তিত্ব নেই।

(c) মন বহির্ভূত সামান্য অস্তিত্বহীন: অ্যারিস্টট্‌লের মতে মনুষ্যত্ববিশিষ্ট মানুষই বাস্তব। বার্কলে বলেন, মন কেবল ধারণাকেই প্রত্যক্ষ করতে পারে, ধারণা বহির্ভূত কোনো বাহ্য বস্তুকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না। তাই মন বহির্ভূত সামান্যের বাস্তব অস্তিত্ব কোনোভাবেই প্রমাণ করা যায় না।

এইভাবে বার্কলে, প্লেটো ও অ্যারিস্টট্‌লের মত খণ্ডন করেন এবং সামান্যের মন বহির্ভূত সত্তা অস্বীকার করেন।

(2) মন কোনো বিমূর্ত সামান্য ধারণা গঠন করতে পারে না: লকের মতে সামান্যের কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। কিন্তু মন সামান্য ধারণা গঠন করতে পারে। লকের মতে এই সামান্য ধারণা গঠনের পদ্ধতি রয়েছে। তা হল—একটি শিশু রাম, শ্যাম, যদু বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বৈসাদৃশ্যগুলি পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে পৃথক করে এবং সাদৃশ্যগুলি সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে একীকরণ করে 'মানুষ' নামকরণ করে। এইভাবে মন সামান্য ধারণা গঠন করে।

কিন্তু বার্কলে বলেন—যখন আমরা 'মানুষ' শব্দটি শুনতে পাই তখন মনে একজন বিশেষ মানুষের ছবি উদয় হয়। যে মানুষ রাম, শ্যাম, যদু এরকম কোনো নির্দিষ্ট মানুষ নয়, অথচ সকল মানুষ—এইরূপ কোনো মানুষের ছবি আমাদের মনে থাকতে পারে না। সুতরাং মন কোনো বিমূর্ত সামান্য ধারণা গঠন করতে পারে না।

[3] **বিমূর্ত সামান্য ধারণা গঠনের তিনটি ক্রিয়া এবং তার বিরুদ্ধে বার্কলের যুক্তি:** লকের মতে সামান্য ধারণা গঠনের জন্য সাদৃশ্যকরণ, পৃথকীকরণ ও সামান্যীকরণ পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। এর জন্য দক্ষতা এবং শিক্ষারও প্রয়োজন।

বার্কলে বলেন, এই যুক্তি অনুসরণ করলে শিশু, অশিক্ষিত ব্যক্তি সামান্য ধারণা গঠন করতে পারে না। তবুও তারা বাচনিক জ্ঞান প্রকাশ করে।

[4] **সামান্য ধারণার ব্যাবহারিক মূল্য:** বার্কলের মতে বিমূর্ত সামান্য ধারণার মন বহির্ভূত বাস্তব অস্তিত্ব নেই এবং মনের মধ্যেও তা নেই। তাহলে প্রশ্ন জাগে যখন আমরা কোনো সামান্য ধারণা (মানুষ, পশু, গোরু) ব্যবহার করি তখন তা কি একেবারে অর্থহীন? এই প্রশ্নের উত্তরে বার্কলে বলেন—"আমি সামান্য ধারণার ব্যাবহারিক প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিনি। কেবল বিমূর্ত সামান্য ধারণার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছি।"

এর অর্থ হল সামান্য পদ ব্যবহারের সময় সেই বিষয় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অবশ্যই থাকে। কিন্তু তা পরস্পর বিরোধী গুণের সামাবেশে গঠিত কোনো সামান্য বা শ্রেণি ধারণা নয়। কোনো সামান্য ধারণা ব্যবহার করলে আমাদের মনে একটি বিশেষ বস্তুর ধারণা উদয় হয়। কিন্তু ওই বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিকে আমরা কোনো শ্রেণির প্রতিনিধি রূপে গণ্য করি। যেমন—যখন জ্যামিতিতে কোনো একটি বিশেষ ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান প্রমাণ করি তখন ওই বিশেষ ত্রিভুজটিকে সকল ত্রিভুজের প্রতিনিধি স্থানীয় বলে মনে করি। সুতরাং, ত্রিভুজটি বিশেষ হয়েও সামান্য।

[5] **সামান্য ধারণার নিছক নাম মাত্র:** বার্কলের মতে ভাষার ব্যবহার থেকেই বিমূর্ত সামান্য ধারণার অস্তিত্বের ভ্রান্তি ঘটে। যে শব্দের ব্যবহার করে বিমূর্ত সামান্য ধারণার কথা বলা হয় তা নিছক নাম ছাড়া আর কিছু নয়। এই জন্যই বার্কলের সামান্য ধারণা সংক্রান্ত মতবাদকে নামবাদ বলা হয়।

মূল্যায়ন: সুতরাং, বার্কলের মতে সামান্য ধারণার কোনো অস্তিত্ব নেই। সামান্য ধারণা কেবল নাম মাত্র। তিনি সামান্য ধারণার অস্তিত্ব খণ্ডন করে জড় দ্রব্যের অস্তিত্ব খণ্ডন করতে সক্ষম হয়েছেন। জড় দ্রব্য খণ্ডন করার ফলে তিনি আত্মগত ভাববাদ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন।

সামান্য ধারণা

সামান্য ধারণা হল সাধারণ ধর্ম যা একই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত সকল সদস্যের প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন—'মানুষ' এই সামান্য ধারণাটি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই মানুষ হল সামান্য ধারণা।

সামান্য ধারণা স্বীকারের সপক্ষে যুক্তি

সামান্য ধারণা স্বীকারের সপক্ষে যে যুক্তিগুলি দেওয়া হয়—

[1] **সাধারণ ধর্ম:** বাস্তব জগতে অসংখ্য বস্তু ও ব্যক্তি রয়েছে। এদের অসংখ্য ধর্ম রয়েছে। এই ধর্মগুলি একটি থেকে অন্যটি পৃথক। একটির থেকে অন্যটি পৃথক করার জন্যই আমরা ব্যক্তি বা বস্তুর নামকরণ করি। যেমন—রাম, শ্যাম, যদু। যে ধর্মের দ্বারা আমরা এদেরকে পৃথক করি তা হল বিশেষ ধারণা। সুতরাং রাম, শ্যাম, যদু হল বিশেষ মানুষ।

আবার রাম, শ্যাম, যদু—এরূপ অসংখ্য মানুষের মধ্যে নানা পার্থক্য থাকলেও এক সাদৃশ্য বা সাধারণ ধর্ম লক্ষ করা যায়। ওই সাধারণ ধর্মের ভিত্তিতে আমরা এদের এক শ্রেণিকরণ করি। এই শ্রেণির নামকরণ করে মানুষ নামে ডাকি। নির্দিষ্ট কিছু সাধারণ ধর্মের ভিত্তিতে মানুষ শ্রেণিকে অন্যান্য শ্রেণি বা জাতি (গোরু, ঘোড়া) থেকে পৃথক করি। একেই বলা হয় অনুগত ব্যবহার। অনুগত ব্যবহারের কারণ অর্থাৎ অনুগত ধর্ম বা সাধারণ ধর্মই হল সামান্য। সুতরাং, যে ধর্ম বহু ব্যক্তির মধ্যে সাধারণভাবে উপস্থিত থাকে তাকে বলা হয় সাধারণ ধর্ম। এই সাধারণ ধর্ম হল সামান্য। যেমন—মনুষ্যত্ব সামান্য সকল মানুষের সাধারণ ধর্ম। গোত্ব সামান্য সকল গোরুর সাধারণ ধর্ম।

[2] **সার্বিক নিয়মের দৃষ্টান্ত:** বিজ্ঞানের কাজ হল বিভিন্ন বস্তু বা প্রাণীকে কোনো একটি শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা। অর্থাৎ বিশেষকে সামান্য বা সার্বিক নিয়মের দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখানোই হল বিজ্ঞানের কাজ।

[3] **অপরিহার্যতা:** মানুষকে মানুষ বলে জানতে হলে বা চিনতে হলে পূর্বে 'মনুষ্যত্ব' এই সামান্য ধারণার জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। সামান্য ধারণা বাচনিক জ্ঞানের জন্য অপরিহার্য। যেমন—আমি জানি যে রাম হয় মানুষ। এইরূপ জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি উপাদান পাই—(a) বিশেষ ধারণা → রাম। (b) সামান্য ধারণা → মানুষ (c) বিশেষ ও সামান্যের সম্পর্ক → রাম মানুষ শ্রেণির সদস্য।

সুতরাং, অনুগত ব্যবহারের জন্য, শ্রেণিবিন্যাসের জন্য একটি শ্রেণিকে অন্য শ্রেণি থেকে পৃথক করার জন্য, জ্ঞানলাভের জন্য সামান্যকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

সামান্য সম্পর্কে দার্শনিক সমস্যা

[1] বিশেষ ধারণার তিনটি দিক আছে। তা হল—

[a] *নাম:* নাম হল সংকেত বা চিহ্ন বা শব্দ। ব্যক্তি, বস্তুকে নির্দেশ করার জন্য এবং অন্যান্য শ্রেণি থেকে পৃথক করার জন্য মানুষ নামকরণ করে।

[b] *ধারণা:* 'রাম' নামক মানুষটির কথা চিন্তা করতে গেলে যে প্রতিচ্ছবি মনের পর্দায় ভেসে ওঠে তা-ই হল ধারণা। ধারণার অস্তিত্ব কেবল মনে থাকে।

[c] *অর্থ বা ব্যক্তি:* স্থান ও কালে ব্যক্তির বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

সামান্য সম্পর্কে প্লেটোর মত: সামান্য দেশকালাতীত, নিত্য, স্বনির্ভর, বিশেষ নিরপেক্ষ অতীন্দ্রিয় দ্রব্য যা অতীন্দ্রিয় জগতে থাকে। প্লেটোর সামান্য সম্পর্কে মতবাদ আকারবাদ নামে পরিচিত।

সামান্য সম্পর্কে অ্যারিস্টট্‌লের মত: অ্যারিস্টট্‌লের মতে বিশেষ বহির্ভূত সামান্যের কোনো অস্তিত্ব নেই। সামান্যের বাস্তব অস্তিত্ব বিশেষের মধ্যে আছে। যেমন মনুষ্যত্ব বিশিষ্ট মানুষই বাস্তব। সামান্য সম্পর্কে অ্যারিস্টট্‌লের মতবাদের নাম অভিন্নতাবাদ।

সামান্য সম্পর্কে লকের মত: লকের মতে সামান্যের মন বহির্ভূত বাস্তব অস্তিত্ব নেই। কিন্তু ব্যাবহারিক প্রয়োজনে মন সামান্য ধারণা গঠন করতে পারে। সামান্য সম্পর্কে লকের মতবাদ প্রত্যয়বাদ নামে পরিচিত।

সামান্য সম্পর্কে বার্কলের মত: বার্কলের মতে সামান্যের বাস্তব অস্তিত্ব নেই। মনও বিমূর্ত সামান্য ধারণা গঠন করতে পারে না। সামান্য নিছক নাম ছাড়া আর কিছু নয়। সামান্য সম্পর্কে বার্কলের মতবাদের নাম নামবাদ।

মূল্যায়ন: সুতরাং, সামান্য সম্পর্কে দার্শনিকদের মতভেদ থেকে প্রমাণিত হয় যে, 'সামান্য' আজও দার্শনিকদের কাছে সমস্যা হয়ে আছে।

সামান্য ধারণা সম্পর্কে লকের মতবাদ

সামান্য ধারণা হল এক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত সকল সদস্যের সাধারণ ধর্ম যা ওই শ্রেণিভুক্ত সকল সদস্যের প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন—মানুষ এই সামান্য ধারণাটি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল মানুষের সাধারণ ধর্ম ও সকল মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। সামান্য ধারণা ছাড়া বাচনিক জ্ঞান হয় না। আবার সামান্য ধারণা ছাড়া কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে চেনা যায় না। তাই সামান্য ধারণার ব্যাবহারিক প্রয়োজন আছে। সামান্য ধারণা সম্পর্কে লকের মূল বক্তব্য হল—[1] সামান্যের বাস্তব অস্তিত্ব নেই। [2] মন সামান্য ধারণা গঠন করতে পারে। [3] সামান্য ধারণার অস্তিত্ব কেবল মনে।

[1] **সামান্যের বাস্তব অস্তিত্ব নেই:** প্লেটো ও অ্যারিস্টট্‌লের মতে সামান্যের মন নিরপেক্ষ বাস্তব অস্তিত্ব আছে। কিন্তু লকের মতে সামান্যের মন নিরপেক্ষ কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। কারণ সামান্য ধারণার অনুরূপ কোনো বাস্তব বস্তু নেই। আবার সামান্য প্রত্যক্ষযোগ্য নয়। তাই সামান্যের বাস্তব অস্তিত্ব নেই।

[2] **মন সামান্য ধারণা গঠন করতে পারে:** সামান্য ধারণা গঠনের পদ্ধতি রয়েছে। তা হল—একটি শিশু প্রথমে রাম, শ্যাম, যদু বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বৈসাদৃশ্যগুলি পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে পৃথক করে এবং সাদৃশ্যগুলি সামান্যীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে একীকরণ করে। তারপর এদের এক নামকরণ করে মানুষ নামে ডাকে। এইভাবে মন সকল সামান্য ধারণা গঠন করে।

[3] **সামান্য ধারণার অস্তিত্ব কেবল মনে:** লকের মতে সামান্য ধারণার বাস্তব অস্তিত্ব নেই। কিন্তু মন সামান্য ধারণা গঠন করে। তাই সামান্য ধারণার অস্তিত্ব কেবল মনে। মন এই সামান্য ধারণার সাহায্যে শ্রেণিকরণ করে, নামকরণ করে, ব্যক্তি বা বস্তুকে চিনতে পারে। লকের সামান্য ধারণা সংক্রান্ত মতবাদটিকে প্রত্যয়বাদ বলা হয়।

[4] **সামান্য ধারণা বুদ্ধির আবিষ্কার:** আকার, বিস্তৃতি প্রভৃতি মুখ্য গুণের মতো সামান্য ধারণার কোনো বস্তুগত ধর্ম নেই। তাই তার বস্তুগত সত্তা নেই। মনই সামান্য ধারণা গঠন করে। সুতরাং সামান্য ধারণার মনোগত সত্তা আছে। এই সামান্য ধারণার সাহায্যে আমরা একই শ্রেণির অন্তর্গত ব্যক্তি বা বস্তুর নামকরণ করি, সংজ্ঞা দিতে পারি, অন্য জাতি থেকে পৃথক করতে পারি।

(4) অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সামান্য ধারণা গঠন: যে ধারণা একই শ্রেণির সকল সদস্যের সাধারণ ধর্ম সেই ধারণাকে বলা হয় সামান্য ধারণা। লকের মতে মন এই সামান্য ধারণা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তৈরি করে যেমন—মানুষ, গোরু, গাছ ইত্যাদি।

সামান্য ধারণা গঠনের পদ্ধতি

লকের মতে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বৈসাদৃশ্যগুলি পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে পৃথক করে আবার বিভিন্ন মানুষের মধ্যে সাদৃশ্যগুলি সামান্যীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে একীকরণ করে। এর মাধ্যমেই এদের এক নামকরণ করে 'মানুষ'। এইভাবে মানুষ সামান্য ধারণা গঠন করে। সুতরাং, সামান্য ধারণাও পরোক্ষভাবে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল।

লকের মতবাদের সমর্থনযোগ্যতা

[1] বার্কলের মত: বার্কলে বলেন মন কোনো বিমূর্ত সামান্য ধারণা গঠন করতে পারে না। বার্কলে বলেন যখন আমরা 'মানুষ' শব্দটি শুনতে পাই তখন মনে একটি বিশেষ মানুষের ছবি উদিত হয়। যে মানুষ রাম, শ্যাম, যদু, মধু কোনো মানুষ নয়, অথচ সকল মানুষ—এইরূপ কোনো সকল মানুষের ছবি আমাদের মনে থাকতে পারে না। কারণ সামান্য ধারণা থাকতে গেলে পরস্পরবিরোধী গুণের সমাবেশ থাকা প্রয়োজন। সুতরাং, মন কোনো বিমূর্ত সামান্য ধারণা গঠন করতে পারে না।

[2] **সামান্য ছাড়া চিন্তন অসম্ভব:** সামান্য ছাড়া চিন্তন অসম্ভব। চিন্তা প্রত্যক্ষভাবে বিশেষকে নিয়ে কাজ করতে পারে না। যদিও এ কথা প্রমাণিত হয় যে বিমূর্ত সামান্য ধারণা মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে অসম্ভব তবুও তার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে চিন্তার কাজ শুধু বিশেষ ধারণা নিয়ে। সেক্ষেত্রে সামান্য ধারণাও প্রয়োজন।

[3] **সামান্যের বাস্তব অস্তিত্ব:** সামান্যের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তিকে আমরা এক নাম দিই না। কোনো এক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিকেই এক নামে অভিহিত করা যায়। এই ব্যক্তিগুলির মধ্যে সমান ধর্ম না থাকলে তারা এক শ্রেণির ব্যক্তি হয় না।

[4] **বস্তুনিষ্ঠ সামান্য ধারণা স্বীকার:** বস্তুনিষ্ঠ সামান্য ধারণার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে। এক্ষেত্রে যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী দার্শনিক উইটগেন স্টাইন বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্যকে পারিবারিক সাদৃশ্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই সাদৃশ্য মানলেই বস্তুনিষ্ঠ সামান্য ধর্ম স্বীকার করতে হবে। কারণ সমান ধর্ম ছাড়া সাদৃশ্যকে ব্যাখ্যা করা যায় না। সুতরাং, সামান্যের বস্তুনিষ্ঠ সত্তা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং, সামান্য ধারণা সম্পর্কে লকের বক্তব্য সন্তোষজনক নয়।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ